দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... MAR. ২ ২ 2008 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বোর্ডের পরীক্ষা ॥ ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে

রেজানুর রহমান ॥ বোর্ডের পরীক্ষায় ভুয়া পরীক্ষার্থীদের আধিক্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি দেশের সকল বোর্ডে কয়েক হাজার ভুয়া এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে সনাক্ত করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এই সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বিপথগামী তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থের বিনিময়ে ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহের পর বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। তাহারা (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভুয়া পরীক্ষার্থী

(১ম পৃঃ পর)

নিয়মমত বোর্ডের রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াও সমাধা করিয়াছিল। কিন্তু বোর্ডের চতুরতায় ভুয়া পরীক্ষার্থীদের সনাক্ত করা গিয়াছে। বোর্ডের পরীক্ষা আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে স্ব স্ব কলেজ কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা দায়ের করিবে। ইতিমধ্যেই মামলা দায়েরের উদ্যোগ শুরু হইয়া গিয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও প্রতি বৎসরই ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করার পর অনেক পরীক্ষার্থী পারিবারিক সম্মতি নিয়া নিজেকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বলিয়া প্রচার করিতে শুরু করে। পাস না করিয়াও কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টি খাওয়ায়। ইহার পর শুরু হয় ভুয়া সার্টিফিকেট-মার্কশীট সংগ্রহের চেষ্টা। একটি সূত্র জানায়, অর্থের বিনিময়ে বোর্ডের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা কোন ব্যাপারই নয়। তবে এই ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা হইল আসল কথা। ২০ হাজার হইতে ২৫/৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যায়। এই অপকর্মের সহিত বিভিন্ন বোর্ডের দুর্নীতিবাজ অফিসার কর্মকর্তাও জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

এদিকে সদ্য সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে সারাদেশে কমপক্ষে ৫০টি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জারি করা হইয়াছে। ঢাকা বোর্ডে ১২টি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস জারির পর অভিযোগ তদন্তের ব্যাপারেও প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট এবং বোর্ডের নিজস্ব ভিজিলেন্স টীমের সরেজমিন রিপোর্টের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এইবার যে সকল কেন্দ্রে অত্যধিক নকল হইয়াছে সেইসব কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে জবাবদিহির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া কেন্দ্র সচিব এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে এই ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হইবে না। দেশের কোন কোন কেন্দ্রের ব্যাপারে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কলারোয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য ৩টি কমিটি গঠন করিয়া উভয় কমিটিকে নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ টি এম শরীফুল্লাহ বলেন, বোর্ডের পরীক্ষাসমূহকে নকলমুক্ত করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। তিনি ভুয়া মার্কশীট ও সার্টিফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।